27

তারিখ ... 24 JUN 1997 ...
পৃঃ ৫ কলাম ১

দৈনিক বাংলা

প্রাথমিক পাঠ্যবই ও পাঠদান

স্কুল-কলেজের পাঠ-পঠনে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্য বিষয়গুলি প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য হলে শিক্ষকগণ যেমন সেগুলি ছাত্রছাত্রীদের সহজে বোঝাতে পারেন, তেমনি ছাত্রছাত্রীরাও পারে সেগুলি সহজে শিখতে। এ জন্যই উন্নত দেশগুলিতে পাঠ্যবিষয়গুলি যতটা সম্ভব সহজে লেখা হয়, পাঠ্যপুস্তকটি হয় সুন্দর ও আকর্ষণীয়। পাঠ্যপুস্তকের আকর্ষণেই বহু ছাত্রছাত্রী পাঠের প্রতি বেশী মনোযোগী হয়। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাপারটা অনেকক্ষেত্রেই উল্টো। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তো দূরের কথা অনেক প্রাথমিক শিক্ষকই তা বোঝেন না। গত রোববারে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, শতকরা সত্তরভাগ শিক্ষকই প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক বোঝেন না। শিক্ষক যদি পাঠ্য বিষয় না বোঝেন, তাহলে তিনি যে তা ছাত্রছাত্রীদের ভাল করে বোঝাতে পারবেন না-একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্য বিষয় ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সহজ হওয়া তাই কেবল দরকারই নয়, অপরিহার্যও।

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অবহেলা ও অযত্ন অনেক। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা অপরিকল্পিতও বললে মিথ্যা বলা হবে না। বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে এদেশে। গ্রামে এক ধরনের শহরে আরেক ধরনের। শহরে উন্নত পদ্ধতির কিন্ডার গার্টেন শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। এর ফলে গ্রাম ও শহরের এবং কিন্ডার গার্টেন ও সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষায় ও মেধার বিকাশে বেশ অসমতা দেখা দিচ্ছে। কিছু কিছু প্রাথমিক ছাত্রছাত্রী লেখাপড়ায় খুব ভাল করছে, বাকিদের বেশীরভাগের শিক্ষা হচ্ছে সাধারণ মানের। এরপর পাঠ্য বিষয় দুর্বোধ্য এবং শিক্ষা পদ্ধতি কঠিন হলে তাদের শিক্ষার মান আরও নেমে যেতে বাধ্য। বাস্তবে ঘটছেও তা। দেখা যায়, যত ছেলেমেয়ে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়, তার একটা বড় অংশই এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে ঝরে পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে সহজ পাঠ্যপুস্তক ও সহজ শিক্ষা পদ্ধতিই দেশের সকল ছেলেমেয়ের প্রাথমিক শিক্ষার সফল সমাপ্তি সুনিশ্চিত হবে।

আশার কথা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক সহজ এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছেন। বাংলাদেশ ইন-স্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের প্রণীত মূল্যায়ন রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রবর্তিত নতুন কারিকুলামের পাঠ্যপুস্তকগুলি ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযোগী নয়। ছাত্রছাত্রীদের কাছে এগুলি গ্রহণযোগ্য হয়নি।

লেখাপড়ার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ বাড়াতে পাঠ্যপুস্তক যেমন সহজবোধ্য, সুন্দর ও আকর্ষণীয় হতে হবে, তেমনি শিক্ষকদেরও শিক্ষাদানের কাজটি করতে হবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে। তারা যা শেখাবেন তা তাদের বুঝতে হবে ভালভাবে। পাঠ্য বিষয় সহজবোধ্য হলেই এটা সম্ভব। আমরা আশা করব, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকদের প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব দেয়া হবে। প্রয়োজনীয় ছবি নকশা ইত্যাদি দিয়ে পাঠ্য বিষয় বোঝাবার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বই ছাপতে হবে সুন্দর কাগজে। বই এর প্রচ্ছদ সুন্দর এবং বাঁধাই মজবুত হওয়া দরকার। কিন্ডার গার্টেনের মত আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে শিক্ষার বিষয় বোঝা সহজ হবে। দেশে শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের স্বার্থে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি সহজ ও আধুনিক হওয়া দরকার।